

প্লান্ট নিউট্রিশন ও পরাগায়ন

প্লান্ট নিউট্রিশন

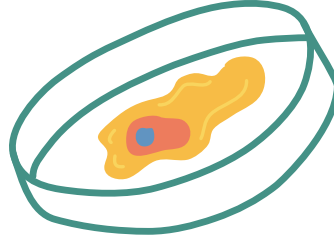
যে সকল পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং জৈবিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ তাদের একত্রে **প্লান্ট নিউট্রিশন** বলে। বর্তমান আবিষ্কার যোলটি পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপাদানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা- ১. ম্যাক্রোউপাদান এবং ২. মাইক্রোউপাদান। যে সকল পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বেশি প্রয়োজন তাদেরকে **ম্যাক্রোউপাদান** বলে এবং যে সকল পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক নয় তাদেরকে **মাইক্রোউপাদান** বলে।

ম্যাক্রোউপাদান হলো দশটি। যথা-

১. নাইট্রোজেন (N)
২. পটাশিয়াম (K)
৩. ফসফরাস (P)
৪. ক্যালসিয়াম (Ca)
৫. ম্যাগনেসিয়াম (Mg)
৬. অক্সিজেন (O)
৭. লৌহ (Fe)
৮. কার্বন (C)
৯. সালফার (S)
১০. হাইড্রোজেন (H)

[মনে রাখার উপায়ঃ MgK CaFe for Nice CHOPS]



মাইক্রোউপাদান ছয়টি। এগুলো হলো-

- | | |
|----------------|------------|
| ১. ম্যাঙ্গানিজ | ৪. জিংক |
| ২. মলিবডেনাম | ৫. ক্লোরিন |
| ৩. বোরণ | ৬. কপার |

উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের কাজ এবং অভাবজনিত রোগ

উপাদানের নাম	কাজ	অভাব জনিত রোগ
নাইট্রোজেন	প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড এবং ক্লোরোফিল গঠন করে	নাইট্রোজেনের অভাবে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। তখন পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায় এবং এ প্রক্রিয়াকে বলে “ক্লোরোসিস”
ম্যাগনেসিয়াম	ক্লোরোফিল গঠনে সাহায্য করে এবং এনজাইমের বিক্রিয়ায় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।	ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে পাতার গঠনে বিঘ্ন ঘটে এবং সালাকসংশ্লেষণ হার কমে যায়
পটাশিয়াম	শরীর বৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	পটাশিয়ামের অভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম হয়, মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়, শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল মরে যায়।
লৌহ	দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধি সাধনে কাজ করে।	লৌহের অভাবে কচি পাতার রং হালকা হয়ে যায়, কাণ্ড দুর্বল ও ছোট হয়, ক্লোরোসিস হয়।
সালফার	এমাইনো এসিড, বায়োটিন, ভিটামিন বি, কো এনজাইম- A গঠন করে।	সালফারের অভাবে পাতা হালকা সবুজ এবং পাতার রং লাল ও বেগুনি দাগ দেখা যায়। কাণ্ডের মধ্যপর্ব ছোট হয় এবং উদ্ভিদের দেহ খর্বাকৃতি হয়।
ফসফরাস	নিউক্লিক এসিড ও ফসফোলিপিড গঠন করে।	ফসফরাস এর অভাবে পাতা ফুল এবং ফল ঝরে যেতে পারে। পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়।